

## 1 . Permanent settlement and explanation of its characteristic. Impact of permanent settlement.

Permanent settlement: permanent settlement was a grand contract between the East India Company and the Bengal Landholders (Zamindars). Under the contract, the landholders or zamindars were admitted into the colonial state system as the absolute proprietors of landed property.

### Features of permanent settlement:

- ❑ The owners of the land were known as landlords or Zamindars.
- ❑ Hereditary rights of succession of the lands .
- ❑ The Zamindars could sell or transfer the land as they wished.
- ❑ The amount to be paid by the landlords was fixed. It was agreed that this would not increase in future.
- ❑ The Zamindars' proprietorship would stay as long as they paid the fixed revenue at the fixed date to the government. If they failed to pay, their proprietorship would not stay and the land would be auctioned off.
- ❑ For the government, the fixed sum was 10/11th of the revenue and 1/10th was for the Zamindar.
- ❑ The Zamindar had to give a patta to the tenant, explaining the area of the land he was granted.
- ❑ The state had no direct contact with the cultivators.

স্থায়ী বন্দোবস্তের বৈশিষ্ট্য:

- ❑ জমির মালিকরা জমিদার বা জমিদার নামে পরিচিত।
- ❑ জমির উত্তরাধিকারের বংশগত অধিকার।
- ❑ জমিদাররা তাদের ইচ্ছামতো জমি বিক্রি বা হস্তান্তর করতে পারত।
- ❑ জমির মালিকদের যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হবে তা নির্ধারিত ছিল। ভবিষ্যতে আর বাড়বে না বলে সম্মত হয়েছে।
- ❑ জমিদারদের মালিকানা ততদিন থাকবে যতক্ষণ তারা সরকারকে নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রদান করবে। যদি তারা অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হয় তবে তাদের অধিকারের অস্তিত্ব বন্ধ হয়ে যাবে এবং জমি নিলাম করা হবে।
- ❑ সরকারের জন্য, নির্ধারিত অর্থ ছিল রাজস্বের 10/11তম এবং জমিদারের জন্য 1/10তম।
- ❑ জমিদারকে ভাড়াটিয়াকে একটি পাত্রা দিতে হত, তাকে যে জমি দেওয়া হয়েছিল তার ক্ষেত্রফল এবং বাড়িওয়ালাকে যে খাজনা দিতে হবে তা ব্যাখ্যা করে।
- ❑ কৃষকদের সাথে রাজ্যের সরাসরি যোগাযোগ ছিল না।

The Permanent Settlement became a subject of great controversy in future. It contained both merits and demerits.

**Merits of Permanent Settlement:** Among the merits, the following are noteworthy.

1. The Permanent Settlement secured British Dominion India.
2. It's secured a fixed and stable income for the state.
3. Expenses of frequent assessment of lands were reduced.
4. It easier the collection or the land revenue for the company.
5. It was to give encouragement to agricultural enterprises and prosperity.
6. It Increased the trade, industry & commerce etc.
7. Proprietary was perpetual.
8. The farmers improved a lot and their fields began to produce rich crops.
9. It freed the English government of the problem of fixation of revenue every year.
10. It not only increased the agricultural produce, but also enhanced the area under cultivation.

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভবিষ্যতে একটি বড় বিতর্কের বিষয় হয়ে ওঠে। এতে গুণ ও অপকারিতা উভয়ই ছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণাবলী: যোগ্যতাগুলির মধ্যে, নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য।

1. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ভারতকে সুরক্ষিত করেছিল।
2. এটি রাষ্ট্রের জন্য একটি নির্দিষ্ট এবং স্থিতিশীল আয় নিশ্চিত করেছে।
3. জমির ঘন ঘন মূল্যায়নের খরচ সুরক্ষিত ছিল।
4. এটি কোম্পানির জন্য পদ্ধতি বা সংগ্রহ বা ভূমি রাজস্ব সহজতর করেছে।
5. এটি ছিল কৃষি উদ্যোগ এবং সমৃদ্ধিকে উত্সাহিত করার জন্য।
6. ব্যবসা, শিল্প ও বাণিজ্য ইত্যাদি বৃদ্ধি
7. মালিকানা চিরস্থায়ী ছিল।
8. কৃষকদের অনেক উন্নতি হয়েছে এবং তাদের ক্ষেতগুলি সমৃদ্ধ ফসল উৎপাদন করতে শুরু করেছে।
9. এটি প্রতি বছর রাজস্ব নির্ধারণের সমস্যা থেকে ইংরেজ সরকারকে মুক্ত করেছিল।
10. এটি শুধু কৃষি উৎপাদনই বাড়ায়নি, চাষের আওতাধীন এলাকাও বাড়িয়েছে।

**Demerits of Permanent Settlement:** This settlement proved defective due to the following reasons.

1. The land revenue was fixed in a random way without considering the quality of soil. So, good and bad plots were assessed in the same manner. That was a defective system of assessment.
2. By giving the landlords the responsibility of revenue collection, the govt. avoided its own duty. Many of the landlords were oppressive by nature. They punished the cultivators, tortured them for nonpayment of revenue.
3. Create a gap between the people and government.
4. The Permanent settlement adversely affected the income of the company.
5. This settlement also proved harm full for the landlords who failed to deposit the required revenue in the royal treasury in time. As a result, their land was sold off.

স্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটি: নিম্নলিখিত কারণে এই বন্দোবস্ত ত্রুটিপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছিল।

1. মাটির গুণাগুণ বিবেচনা না করে এলোমেলোভাবে ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করা হয়েছিল। সুতরাং, ভাল এবং খারাপ প্লট একই পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হয়েছিল। এটি মূল্যায়নের একটি ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা ছিল।
2. জমির মালিকদের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দিয়ে সরকার। নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে গেছে। ভূস্বামীদের অনেকেই স্বভাবে অত্যাচারী ছিলেন। তারা চাষীদের শাস্তি দিত, রাজস্ব না দেওয়ার জন্য তাদের নির্যাতন করত।
3. জনগণ এবং সরকারের মধ্যে একটি ব্যবধান তৈরি করুন।
4. স্থায়ী সেলিমেন্ট কোম্পানির আয়ের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।
5. এই বন্দোবস্তটি জমির মালিকদের জন্যও ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছিল যারা সময়মতো রাজকোষে প্রয়োজনীয় রাজস্ব জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। ফলে তাদের জমি বিক্রি হয়ে গেছে।

## **2. Historical background of bengal partition Bongobongo in 1905 and impact on the religious politics in the subcontinent.**

At the end of the nineteenth century, Bengal had a population of 85 million. The province of Bengal not only included West bengal but also Bihar, Orissa and Assam. It was a huge area with a population three times the size of Britain at that time.

Proposals for partitioning Bengal were first considered in 1903. The decision to effect the Partition of Bengal was announced on 19 July 1905 by the Governor General of India Lord Curzon and the partition took place on 16 October of the same year. Lord

Curzon formed a new province named as 'Eastern Bengal and Assam' with its capital at Dhaka and subsidiary headquarters at Chittagong.

উনিশ শতকের শেষের দিকে বাংলার জনসংখ্যা ছিল ৮৫ মিলিয়ন। বঙ্গ প্রদেশে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই সময় ব্রিটেনের আয়তনের তিনগুণ জনসংখ্যা সহ এটি ছিল বিশাল এলাকা। 1903 সালে বাংলা ভাগ করার প্রস্তাবগুলি প্রথম বিবেচনা করা হয়েছিল। 19 জুলাই 1905 সালে ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন এবং একই বছরের 16 অক্টোবর দেশভাগ হয়েছিল। লর্ড কার্জন 'ইস্টার্ন বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম' নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করেন যার রাজধানী ছিল ঢাকায় এবং সহায়ক সদর দফতর চট্টগ্রামে।

**Main causes of the partition on Bengal:**

- ❑ Government of British India observed that it was so vast territory that the administration could not function properly. So they wanted to make a fragmentation or division to its territorial boundary .
- ❑ The government also wanted to expand the development activities in the backward territories like Assam and Bengal.
- ❑ The government also wanted to expand the development activities of the Orissa population under a single administrative Unit.
- ❑ The sources of communication in the provinces were limited due to rivers and forests. So the governor who was appointed to control this province was unable to communicate with the local people easily.
- ❑ Because of the difference of languages, religions of both hindus and Muslims both of the parties were not ready to live together.
- ❑ There are also other reason behind the partition of Bengal, one of which was economic, mills, factories, trade and commerce, country's office everything was confined in Calcutta.
- ❑ The partition was also seen as a political strategy in Bengal by dividing the Hindu-Muslim unity.

**বঙ্গভঙ্গের প্রধান কারণ:**

- ❑ ব্রিটিশ ভারত সরকার পর্যবেক্ষণ করেছে যে এটি এত বিশাল অঞ্চল যে প্রশংসা সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। তাই তারা এর আঞ্চলিক সীমানায় একটি খণ্ড বা বিভাজন করতে চেয়েছিল।
- ❑ সরকার আসাম এবং বাংলার মতো পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলিতেও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ করতে চায়।
- ❑ সরকার উরিয়া-ভাষী জনসংখ্যার বিক্ষিপ্ত অংশগুলিকে একটি একক প্রশাসনিক ইউনিটের অধীনে একত্রিত করার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেছিল।
- ❑ নদী ও বনের কারণে প্রদেশে যোগাযোগের উৎস সীমিত ছিল। এই প্রদেশের নিয়ন্ত্রণের জন্য যে গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছিল, তিনি স্থানীয় জনগণের সাথে সহজে যোগাযোগ করতে অক্ষম ছিলেন।

একটি ছিল সামাজিক অবস্থা এবং ধর্ম, উভয়ের ভাষার পার্থক্যের কারণে। ফিন্ডাস এবং মুসলিম। উভয় পক্ষই একসঙ্গে থাকতে প্রস্তুত ছিল না।

বঙ্গভঙ্গের পেছনে আরও কারণ রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম ছিল অর্থনৈতিক, কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কাউন্টি অফিস সবকিছুই কলকাতা জয়ে সীমাবদ্ধ ছিল।

### Impact of the Partition of Bengal:

☐ The Partition of Bengal were impacts on the politics and society of Bengal as well as India and also impacts on the Hindu-Muslim communal relations.

☐ Hindu-Muslims relations very down with the partition of Bengal and narrow communalism gradually occupied the place of greater nationalism.

☐ In the every sphere of life the people of India and Bengal started to act communally in the schools, colleges, universities, offices, markets and even in the streets.

☐ Muslim community lost its faith in Congress, the biggest political party of India as well as British government. This encouraged Muslims to develop with a separate identity and social-cultural and political group. As a result, they founded separate political party 'Muslim League' to secure the rights of the Muslims.

বঙ্গভঙ্গের প্রভাব:

বঙ্গভঙ্গ ভারতের পাশাপাশি বাংলার রাজনীতি ও সমাজের উপর প্রভাব ফেলেছিল এবং হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের উপরও প্রভাব ফেলেছিল।

বঙ্গভঙ্গের ফলে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক মারাত্মকভাবে ভেঙে পড়ে এবং সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা ধীরে ধীরে বৃহত্তর জাতীয়তাবাদের স্থান দখল করে।

☐ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারত ও বাংলার মানুষ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস, বাজারে এমনকি রাস্তায় সাম্প্রদায়িকভাবে কাজ করতে শুরু করে।

☐ মুসলিম সম্প্রদায় ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল কংগ্রেস এবং সেইসাথে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তার আস্থা হারিয়ে ফেলে। এটি মুসলমানদের একটি পৃথক পরিচয় এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দল নিয়ে বিকাশ করতে উৎসাহিত করেছিল। ফলস্বরূপ, তারা পৃথক রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেছিল। 1906 সালে মুসলমানদের অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য।

## 3. Analyze the pragmatic causes of the Liberation War of Bangladesh In 1971. Explain of 9 month historical war

The Muslims of Bengal hoped that in the new Muslim state they would finally achieve a better standard of life. Bengal Muslims were looking forward to the West-Pakistani government to ensure their fundamental rights. War of Liberation of Bangladesh began following the crackdown of Pakistani army on the unarmed people of

Bangladesh on 25 March 1971 with the name of 'Operation Searchlight' and ended with the Independence of Bangladesh on 16 December 1971.

### **Pragmatic causes of the Liberation War:**

There are many pragmatic causes of the Liberation War of Bangladesh in 1971, which are given below-

#### **1. Geographical differences:**

The two part of Pakistan (East and West Pakistan) geographically separated by approximately 1600 kilometers of Indian Territory, which created anomaly in geographically.

#### **2. Language controversy:**

Urdu was common only in the north central and western region of the Indian subcontinent; whereas in East Bengal, the native language was Bengali. The Language movement of 1952 played a vital role in Bengal and led to the liberation war of Bangladesh in 1971

#### **3. Religious and Cultural differences:**

The majority people shared a common religion. But many other national characteristics such as language, culture, ethnicity of population were different in East and West Pakistan. This is also led to the liberation war of Bangladesh.

#### **4. Causes of economic exploitation by West Pakistan:**

The economic colonization and the grasp of wealth of East Pakistan by the West Pakistani had begun immediately after 1947.

#### **5. Rejection of 6 point movement:**

After realization of discrimination by West Pakistan, East Pakistan under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman launched the six point movement. But the president of Pakistan Ayub Khan rejected the movement and on the following day the newspapers of West Pakistan published reports on the Six-point program, and Sheikh Mujibur Rahman was projected as a separatist, which led to widespread revolts in East Pakistan.

#### **6. Election of 1970**

Democratic rights of the East Pakistani people, was every time ignored by the political authority. In general election of 1970, the Awami Muslim League, the largest East Pakistani political party, led by Sheikh Mujibur Rahman win 167 seats out of 169 seats. But the West Pakistan refused to transfer power to the winning party. It was the basic cause of Liberation war in 1971.

## 7. Bangali-Punjabi Confliction:

All economic affairs were controlled-by Punjab people. They always treated with Bangali in cruel and inhuman manner.

## 8. Operation Searchlight.

The rejection of transfer power to the winning party this create mass unrest in East Pakistan. A planned military Pakistani Army 'Operation Searchlight'- started on 25 March 1971 which led to the involvement of local people in the movement and transformed it into a war against West Pakistan for freedom. Finally, on December 1971 a new nation emerged on the map of the world named Bangladesh.

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবিক কারণ বিশ্লেষণ কর।"

বাংলার মুসলমানরা আশা করেছিল যে নতুন মুসলিম রাষ্ট্রে তারা শেষ পর্যন্ত উন্নত জীবনযাত্রা অর্জন করবে। বাংলার মুসলমানরা তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য পশ্চিম-পাকিস্তান সরকারের দিকে তাকিয়ে ছিল। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দমন-পীড়নের পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয় এবং ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতার মাধ্যমে শেষ হয়।

মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব কারণ:

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনেক বাস্তবসম্মত কারণ রয়েছে, যেগুলো নিচে দেওয়া হলো-

১. ভৌগলিক পার্থক্য:

পাকিস্তানের দুটি অংশ (পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান) ভৌগলিকভাবে প্রায় 1600 কিলোমিটার ভারতীয় ভূখণ্ড দ্বারা বিভক্ত, যা জাতি রাষ্ট্রের জন্য ভৌগোলিক ঐক্যে অসাধারণ অসঙ্গতি সৃষ্টি করেছিল।

২. ভাষার বিতর্ক:

উর্দু ঐতিহাসিকভাবে শুধুমাত্র ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর মধ্য ও পশ্চিম অঞ্চলে প্রচলিত ছিল; অথচ পূর্ববঙ্গে মাতৃভাষা ছিল বাংলা। 1952 সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং 1971 সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের দিকে পরিচালিত করে।

৩. ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্য:

সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ একটি সাধারণ ধর্ম ভাগ করে নিয়েছে, যা পাকিস্তানের উভয় অংশকে একত্রিত করার একমাত্র বৈশিষ্ট্য। তবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে অন্যান্য অনেক জাতীয় বৈশিষ্ট্য যেমন ভাষা, সংস্কৃতি, জনসংখ্যার জাতিগত পার্থক্য ছিল। এর ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধও শুরু হয়।

৪. পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক অর্থনৈতিক শোষণের কারণ:

1947 সালের পরপরই পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা অর্থনৈতিক উপনিবেশ এবং পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ দখল শুরু হয়েছিল।

#### 5. 6 দফা আন্দোলন প্রত্যাখ্যান:

পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য উপলব্ধি করার পর শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান ছয় দফা আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান আন্দোলন প্রত্যাখ্যান করেন এবং পরের দিন পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদপত্রে ছয় দফা কর্মসূচি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে তুলে ধরা হয়, যার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক বিদ্রোহ শুরু হয়।

#### 6. 1970 সালের নির্বাচন

পূর্ব পাকিস্তানি জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিবারই রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছে। 1970 সালের সাধারণ নির্বাচনে, শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আওয়ামী মুসলিম লীগ 169টি আসনের মধ্যে 167টি আসনে জয়লাভ করে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান বিজয়ী দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকার করে। এটিই ছিল ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মূল কারণ।

#### 7. বাঙালি-পাঞ্জাবি দ্বন্দ্ব:

সমস্ত অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ন্ত্রিত ছিল-পাঞ্জাবের লোকেরা। তারা সব সময় বাঙালির সঙ্গে নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ করেছে।

#### 8. অপারেশন সার্চলাইট।

বিজয়ী দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রত্যাখ্যান। এতে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। একটি পরিকল্পিত সামরিক পাকিস্তানি সেনাবাহিনী 'অপারেশন সার্চলাইট'- 1971 সালের 25 মার্চ শুরু হয় যা স্থানীয় জনগণকে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করে এবং এটিকে স্বাধীনতার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রূপান্তরিত করে। অবশেষে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি নতুন জাতির আবির্ভাব ঘটে।

### **Explanation of 9 month historical war.**

#### **Declaration of Independence:**

**Date:** March 26, 1971

**Key Point:** Sheikh Mujibur Rahman declared the independence of Bangladesh following the refusal of the Pakistani authorities to recognize the Awami League's electoral victory and also military Pakistani Army 'Operation Searchlight'- started on 25 March 1971 which led to the involvement of local people in the movement and transformed it into a war against West Pakistan for freedom. Bangladesh declares independence from Pakistan.

#### **Widespread killing:**

**Dates:** March–December 1971

**Key Points:** Pakistani military conducts widespread killings and rapes, leading to a humanitarian crisis.

#### **Guerrilla Warfare and Resistance:**



Key Point: Bengali resistance, supported by Mukti Bahini (Liberation Army), engages in guerrilla warfare against Pakistani forces.

Indian Involvement:

Date: December 3, 1971

Key Point: Indo-Pakistani War begins as India support of Bangladesh.

Surrender and Independence:

Date: December 16, 1971

Key Point: Pakistani military in East Pakistan surrenders in Dhaka, leading to the creation of the independent nation of Bangladesh.

## **4. Causes of Sepoy revolt and result of Sepoy revolt and causes behind the failure of Sepoy revolt .**

### **Causes of the Sepoy Revolt:**

#### **1. Economic injustice:**

Cause: Low pay, poor working conditions, and lack of opportunities for promotion among Indian soldiers (sepoys).

#### **2. Cultural and Religious Concerns:**

Cause: Feelings threats to Indian traditions and religions, including the doubt that the British aimed to Christianize the Indian population.

#### **3. Political injustice:**

Cause: Dissatisfaction against British interference in local politics. The Indians didn't like how the British were taking control of different parts of India.

#### **4. Social Discrimination:**

Cause: Discrimination faced by Indian soldiers from British officers.

## **5. Loss of Confidence in British Rule:**

Cause: Growing Dissatisfaction with British rule, erosion of traditional structures, and a sense of loss of power and prestige among the Indian population.

### **1. অর্থনৈতিক অবিচার:**

কারণ: কম বেতন, খারাপ কাজের অবস্থা এবং ভারতীয় সৈন্যদের (সিপাহিদের) পদোন্নতির সুযোগের অভাব।

### **2. সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় উদ্বেগ:**

কারণ: ভারতীয় ঐতিহ্য এবং ধর্মের প্রতি হুমকির অনুভূতি, যার মধ্যে সন্দেহ রয়েছে যে ব্রিটিশরা ভারতীয় জনসংখ্যাকে খ্রিস্টানাইজ করার লক্ষ্য করেছিল।

### **3. রাজনৈতিক অবিচার:**

কারণ: স্থানীয় রাজনীতিতে ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে অসন্তোষ।

### **4. সামাজিক বৈষম্য:**

কারণ: ব্রিটিশ অফিসারদের কাছ থেকে ভারতীয় সৈন্যরা বৈষম্যের সম্মুখীন হয়।

### **5. ব্রিটিশ শাসনে আস্থা হারানো:**

কারণ: ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ, ঐতিহ্যগত কাঠামোর ক্ষয়, এবং ভারতীয় জনগণের মধ্যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হারানোর অনুভূতি।

## **Results of the Sepoy Revolt:**

### **1. British Suppression:**

British suppression and recapture of key cities.

### **2. End of the East India Company's Rule:**

The British government took direct control of India from the East India Company. The British East India Company lost control.

### **3. Policy Changes:**

The British government implemented policy changes, including more respectful behaviour of Indian religions and customs.

### **4. Social Reforms:**

The revolt prompted the British to consider social reforms and address some of the social and religious concerns during the rebellion.

## 5. Creation of the Indian Civil Service (ICS):

The Indian Civil Service was reformed to allow Indians to join, although opportunities for high-ranking positions remained limited.

### 1. **\*\*ব্রিটিশ দমন:\*\***

- **\*\*ফলাফল:\*\*** ব্রিটিশরা, প্রাথমিক বিপর্যয়ের পরে, উভয় পক্ষের যথেষ্ট প্রাণহানি সহ বিদ্রোহকে নির্মমভাবে দমন করে।

### 2. **\*\*ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের সমাপ্তি:\*\***

- **\*\*ফলাফল:\*\*** ব্রিটিশ সরকার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ভারতের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল, তার শাসনের সমাপ্তি চিহ্নিত করে।

### 3. **\*\*নীতি পরিবর্তন:\*\***

- **\*\*ফলাফল:\*\*** ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় ধর্ম ও রীতিনীতির প্রতি আরও শ্রদ্ধাশীল আচরণ সহ নীতি পরিবর্তনগুলি বাস্তবায়ন করেছে।

### 4. **\*\*সামাজিক সংস্কার:\*\***

- **\*\*ফলাফল:\*\*** বিদ্রোহ ব্রিটিশদের সামাজিক সংস্কার বিবেচনা করতে এবং বিদ্রোহের সময় উত্থাপিত কিছু সামাজিক ও ধর্মীয় উদ্বেগকে সমাধান করতে প্ররোচিত করে।

### 5. ভারতীয় সিভিল সার্ভিস (ICS) তৈরি করা:

ভারতীয়দের যোগদানের অনুমতি দেওয়ার জন্য ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সংস্কার করা হয়েছিল, যদিও উচ্চ পদের জন্য সুযোগ সীমিত ছিল।

## Causes Behind the Failure of the Sepoy Revolt:

### 1. **Lack of Coordination:**

The rebellion lacked centralized leadership and coordination.

### 2. **British Military Superiority:**

The British had superior military strength, organizational efficiency, and modern weaponry, giving them a significant advantage.

### 3. **Internal Divisions:**

Divisions among various groups involved in the revolt, including sepoys, civilians, and regional leaders, contributed to the failure.

### 4. **Lack of International Support:**

The revolt did not receive significant support from external powers.

### 5. **British Diplomacy:**

British diplomatic efforts managed to isolate and neutralize potential supporters of the rebellion.

## 6. Lack of Modern Weapons:

The rebels were often poorly armed and lacked modern military technology.

While the Sepoy Revolt did not achieve its immediate goals, it had a lasting impact on Indian history, contributing to the evolution of the Indian independence movement.

### 1. \*\*সমস্যার অভাব:\*\*

- \*\*কারণ:\*\* বিদ্রোহে কেন্দ্রীভূত নেতৃত্ব এবং সমস্যার অভাব ছিল।

### 2. \*\*ব্রিটিশ সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব:\*\*

- \*\*কারণ:\*\* ব্রিটিশদের উচ্চতর সামরিক শক্তি, সাংগঠনিক দক্ষতা এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ছিল, যা তাদের উল্লেখযোগ্য সুবিধা প্রদান করেছিল।

### 3. \*\*অভ্যন্তরীণ বিভাগ:\*\*

- \*\*কারণ:\*\* সিপাহী, বেসামরিক এবং আঞ্চলিক নেতা সহ বিদ্রোহের সাথে জড়িত বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিভাজন ব্যর্থতায় অবদান রাখে।

### 4. \*\*আন্তর্জাতিক সমর্থনের অভাব:\*\*

- \*\*কারণ:\*\* বিদ্রোহ বহিরাগত শক্তির কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য সমর্থন পায়নি।

### 5. \*\*ব্রিটিশ কূটনীতি:\*\*

- \*\*কারণ:\*\* ব্রিটিশ কূটনৈতিক প্রচেষ্টা বিদ্রোহের সম্ভাব্য সমর্থকদের বিচ্ছিন্ন এবং নিরপেক্ষ করতে পরিচালিত হয়েছিল।

যদিও সিপাহী বিদ্রোহ তার তাৎক্ষণিক লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি, এটি ভারতীয় ইতিহাসে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল, যা ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বিবর্তনে অবদান রেখেছিল।

## 5.Socio religious reform movement in bengal in 19 and 20 century and impact of this movement on the socity of begal

The socio-religious reform movements in Bengal during the 19th and 20th centuries were dynamic and multifaceted, reflecting the socio-cultural and religious Environment of the time. These movements sought to challenge and reform traditional practices, promote education, and address social inequalities. Here's a more detailed exploration of some key socio-religious reform movements in Bengal during this period:

### 1 . Brahmo Samaj (Founded in 1828 by Raja Ram Mohan Roy):

Raja Ram Mohan Roy, a prominent social reformer, founded the Brahmo Samaj with the aim of social reform. He rejected idol worship. The Brahmo Samaj actively worked against social evils such as sati (widow burning), polygamy, and child marriage.

## 2 . Faraizi Movement of Haji Shariatullah

It was a religious reform movement launched by Haji Shariatullah in the 19th century in Bengal. The term Faraizi is derived from 'farz' meaning obligatory duties enjoined by Allah. The Faraizis are, those who aim at obligatory religious duties. The founder of the movement, Haji Shariatullah, include all religious duties enjoined by the Qur'an as well as by the Sunnah of the Prophet (SAAS).

## 3 . Tariqa-i-Muhammadiya Movement of Titu Mir (1782-1831)

Tariqah-i-Muhammadiya was a movement in the early 19th century with the aim of establishing the code of life got by the Prophet Muhammad (SAAS). Shah Sayyid Ahmad (1780-1831) and Shah Ismail (1782-1831) were the founder of the movement which began in northern India and reached Bengal during the 1820s and 30s led by Titu Mir.

19 এবং 20 শতকে বাংলায় সামাজিক-ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনগুলি গতিশীল এবং বহুমুখী ছিল, যা সেই সময়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় পরিবেশকে প্রতিফলিত করে। এই আন্দোলনগুলি ঐতিহ্যগত চর্চাকে চ্যালেঞ্জ ও সংস্কার, শিক্ষার প্রচার এবং সামাজিক বৈষম্য মোকাবেলার চেষ্টা করেছিল। এই সময়ের মধ্যে বাংলায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের আরও বিশদ অনুসন্ধান এখানে রয়েছে:

1 ব্রাহ্মসমাজ (1828 সালে রাজা রাম মোহন রায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত):

রাজা রাম মোহন রায়, একজন বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক, একেশ্বরবাদ, যুক্তি এবং সামাজিক সংস্কারের পক্ষে কথা বলার লক্ষ্যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি মূর্তি পূজা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনাকে উত্সাহিত করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ সক্রিয়ভাবে সতীদাহ (বিধবা পোড়ানো), বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক মন্দের বিরুদ্ধে কাজ করে।

2 হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলন

এটি 19 শতকে বাংলায় হাজী শরীয়তুল্লাহ কর্তৃক চালু করা একটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন। ফরায়েজি শব্দটি 'ফরজ' থেকে এসেছে যার অর্থ আল্লাহ কর্তৃক ফরজ করা কর্তব্য। ফরায়েজিরা তাই, যারা বাধ্যতামূলক ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের লক্ষ্য রাখে। আন্দোলনের প্রবক্তা, হাজী শরীয়তুল্লাহ, তবে, কোরান এবং সেইসাথে নবী (সা.আ.)-এর সুন্নাহ দ্বারা নির্দেশিত সমস্ত ধর্মীয় কর্তব্যকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এই শব্দটিকে বৃহত্তর অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন।

3 তিতুমীরের তরিকা-ই-মুহাম্মাদিয়া আন্দোলন (১৭৮২-১৮৩১)

তরিকা-ই-মুহাম্মাদিয়া ছিল 19 শতকের গোড়ার দিকে একটি পুনরুজ্জীবন আন্দোলন যার লক্ষ্য ছিল নবী মুহাম্মদ (সা.আ.)-এর পক্ষ থেকে উকিলকৃত জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করা। শাহ সৈয়দ আহমদ (১৭৮০-১৮৩১) এবং শাহ ইসমাইল (১৭৮২-১৮৩১) ছিলেন উত্তর ভারতে শুরু হওয়া আন্দোলনের পথপ্রদর্শক এবং তিতুমীরের নেতৃত্বে ১৮২০ ও ৩০ এর দশকে বাংলায় পৌঁছেছিল। তাঁর সাথে দেখা করতে আসা প্রায় দশ হাজার অনুসারীর জমায়েত 1820 সালে সৈয়দ আহমদের কলকাতা সফরকে চিহ্নিত করে, যখন তিতুমীর তাঁর অনুসারী হন।

#### **4. Ahl-i-Hadith Movement of Shah Ismail Shahid**

Ahl-i-Hadith are the people who devoted of Shariah based on hadith and Sunnah. As strict devoted to hadith, members of the Ahl-i-Hadith take for themselves to be the followers of Sahih Hadith. The movement received inspiration from the Tariqah-i-Muhammadiyah movement. The movement initiated by Shah Ismail Shahid and found full shape led by Maulana Belayat Ali Sadiqpuri. The movement spread extensively throughout British India during the nineteenth century.

#### **5. Ramakrishna Mission (Founded in 1897 by Swami Vivekananda):**

This mission encourage the importance of service to humanity, contributing to education, healthcare, and relief work.

**6. Rabindranath Tagore (1861-1941):** A polymath and Nobel winner, he contributed to the cultural and educational reform through his literary works and founding of Vissa-Bharati University.

**These movements brought about significant changes in various aspects of life, including religion, education, social practices, and gender roles. Here are some key impacts of these reform movements:**

##### **1. Abolition of Social Evils:**

The reform movements, particularly the Brahmo Samaj, played a crucial role in the abolition of social evils. Practices such as sati (widow burning), polygamy, and child marriage were actively challenged and societal awareness against these Practices .

##### **2. Promotion of Education:**

Education was a central focus of many reform movements. The efforts of individuals and organizations like the Brahmo Samaj Movement contributed to the promotion of modern education. The establishment of educational institutions, including Aligarh Muslim University, Bissa Varoti university and helped in creating a more enlightened and informed society.

### 3. Women's Empowerment:

The reform movements improving the status of women in society and Initiatives for women's education and social growth.

### 4. Religious Reforms and Synthesis:

There was an attempt to bridge gaps between different religious communities, promoting religious harmony and understanding.

### 5. Social Unity and Integration:

The reform movements contributed to breaking down social barriers. Initiatives for social reforms aimed at abolished social discrimination.

4. শাহ ইসমাইল শহীদেব আহলে হাদিস আন্দোলন আহলে হাদিস হল হাদিস ও সুন্নাহ ভিত্তিক শরীয়তকে নিবেদিতকারী লোক। হাদিসের প্রতি কঠোর অনুগত হওয়ার কারণে, আহলে হাদিসের সদস্যরা নিজেদের জন্য বিস্তৃত অর্থ নিয়ে বিস্তৃত অর্থ গ্রহণ করে এবং নিজেদেরকে সহীহ (নির্ভরযোগ্য) হাদীসের অনুসারী বলে দাবি করে। আন্দোলনটি তরিকাহ-ই-মুহাম্মাদিয়া আন্দোলন থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে। শাহ ইসমাইল শহীদ কর্তৃক সূচিত আন্দোলনটি মাওলানা বেলায়াত আলী সাদিকপুরীর নেতৃত্বে পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে এই আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

এই আন্দোলনগুলি ধর্ম, শিক্ষা, সামাজিক অনুশীলন এবং লিঙ্গ ভূমিকা সহ জীবনের বিভিন্ন দিকগুলিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নিয়ে আসে। এখানে এই সংস্কার আন্দোলনের কিছু মূল প্রভাব রয়েছে:

#### 1. সামাজিক কুফল দূরীকরণ:

সংস্কার আন্দোলন, বিশেষ করে রাজা রাম মোহন রায় এবং ব্রাহ্মসমাজের মতো ব্যক্তিত্বদের নেতৃত্বে, সামাজিক কুফল দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সতীদাহ (বিধবা পোড়ানো), বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহের মতো প্রথাগুলি সক্রিয়ভাবে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল, যা এই প্রথাগুলির বিরুদ্ধে আইনী পরিবর্তন এবং সামাজিক সচেতনতার দিকে পরিচালিত করেছিল।

#### 2. শিক্ষার প্রচার:

অনেক সংস্কার আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল শিক্ষা। ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের মতো ব্যক্তি ও সংস্থার প্রচেষ্টা আধুনিক শিক্ষার প্রসারে অবদান রাখে। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা এবং নারী শিক্ষার উদ্যোগ আরও আলোকিত ও সচেতন সমাজ গঠনে সাহায্য করেছে।

#### 3. নারীর ক্ষমতায়ন:

সংস্কার আন্দোলনগুলো সমাজে নারীর মর্যাদা এবং নারী শিক্ষা ও সামাজিক বৃদ্ধির উদ্যোগের জন্য কাজ করেছে।

#### 4. ধর্মীয় সংস্কার এবং সংশ্লেষণ:

ধর্মীয় সম্প্রীতি ও বোঝাপড়ার প্রচারে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব দূর করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

#### 5. সামাজিক ঐক্য ও সংহতি:

সংস্কার আন্দোলনগুলি সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ভেঙ্গে দিতে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের বোধের প্রচারে অবদান রাখে। জাতিগত বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে সামাজিক সংস্কারের উদ্যোগ।

## **Historical background of in the formation of constitution of Bangladesh in 1972 and its state policy of Bangladesh in the light of the constitution of Bangladesh.**

The Constitution of Bangladesh, created in 1972, is the supreme law of the country. It models the fundamental principles of governance, the rights and responsibilities of citizens, and the structure of the government. The constitution was formed in the after the Liberation War of Bangladesh.

### **Historical Background**

The roots of the Constitution of Bangladesh can be get to the Language Movement of 1952, which demanded the Bengali as an official language of Pakistan. The movement was a significant step towards get of a distinct Bengali identity.

After realization of discrimination by West Pakistan, East Pakistan under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman launched the six point movement in 5th and 6th February 1966. But the president of Pakistan Ayub Khan rejected the movement and on the following day the newspapers of West Pakistan published reports on the Six-point program, and Sheikh Mujibur Rahman was projected as a separatist, which led to widespread revolts in East Pakistan.

In 1970, the Awami League, led by Sheikh Mujibur Rahman, won a landslide victory in the general elections. However, the Pakistani military refused to allow Mujibur Rahman to form a government, which create to widespread protests and violence. The Pakistani military launched a brutal killing mission in 25th March 1971, known as Operation Searchlight, which resulted in the deaths of thousands of Bengalis and triggered the Liberation War.

The Liberation War of Bangladesh, which lasted from March 26 to December 16, 1971, resulted in the country's independence from Pakistan.



Following the war, the newly independent Bangladesh faced the challenge of creating a new constitution. The constitution was drafted by a 34-member Constituent Assembly, which was led by Dr. Kamal Hossain. The assembly was elected in March 1972, and it met for ten months to draft the constitution. The Constitution of Bangladesh was passed on November 4, 1972.

The constitution is a comprehensive document that outlines the fundamental principles of governance, the rights and responsibilities of citizens, and the structure of the government. It is based on the principles of nationalism, socialism, democracy, and secularism.

The constitution has been corrected several times since its creation. However, the fundamental principles of the constitution remain unchanged, and it continues to serve as the guiding principle for the country's governance and development.

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ঐতিহাসিক পটভূমি এবং বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নীতি।

১৯৭২ সালে গৃহীত বাংলাদেশের সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন। এটি শাসনের মৌলিক নীতি, নাগরিকদের অধিকার ও দায়িত্ব এবং সরকারের কাঠামোর রূপরেখা দেয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর সংবিধান প্রণীত হয়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

বাংলাদেশের সংবিধানের শিকড়গুলি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ফিরে পাওয়া যায়, যেটি পাকিস্তানের সরকারী ভাষা হিসাবে বাংলাকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি করেছিল। এই আন্দোলন একটি স্বতন্ত্র বাঙালি পরিচয়ের উত্থানের দিকে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল।

১৯৭০ সালে, শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সাধারণ নির্বাচনে বিপুল বিজয় লাভ করে। যাইহোক, পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী মুজিবুর রহমানকে সরকার গঠনের অনুমতি দিতে অস্বীকার করে, যার ফলে ব্যাপক বিক্ষোভ ও সহিংসতা শুরু হয়। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে একটি নৃশংস ক্র্যাকডাউন শুরু করে, যা অপারেশন সার্চলাইট নামে পরিচিত, যার ফলে লাখ লাখ বাঙালি নিত হয় এবং মুক্তিযুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, যা ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ পর্যন্ত চলে, যার ফলে পাকিস্তান থেকে দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে। যুদ্ধটি ছিল একটি নৃশংস সংঘাত যা আনুমানিক ৩ মিলিয়ন মানুষের জীবন দাবি করেছিল।

যুদ্ধের পর, সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ একটি নতুন সংবিধান তৈরির চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া ১৯৭২ সালে শুরু হয় এবং বাংলাদেশের সংবিধান ৪ নভেম্বর, ১৯৭২ গৃহীত হয়।

ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্যের গণপরিষদ দ্বারা সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে অ্যাসেম্বলিটি নির্বাচিত হয়েছিল এবং এটি সংবিধানের খসড়া তৈরির জন্য দশ মাস ধরে বৈঠক করেছিল।

সংবিধান একটি ব্যাপক দলিল যা শাসনের মৌলিক নীতি, নাগরিকদের অধিকার ও দায়িত্ব এবং সরকারের কাঠামোর রূপরেখা দেয়। এটি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির উপর ভিত্তি করে।

সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর থেকে বেশ কয়েকবার সংশোধন করা হয়েছে। যাইহোক, সংবিধানের মৌলিক নীতিগুলি অপরিবর্তিত রয়েছে এবং এটি দেশের শাসন ও উন্নয়নের নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করে চলেছে।

# **State Policy of Bangladesh in Light of the Constitution:**

## **1. Democracy and Rule of Law:**

The Constitution says power belongs to the people.

## **2. Fundamental Rights:**

Citizens have rights like equality, freedom of speech, and religious freedom.

## **3. Secularism:**

Originally secular, later correction accept Islam as the state religion.

## **4. Social Justice and Economic Rights:**

The Constitution cares about fair treatment, workers' rights, education, and healthcare.

## **5. Nationalism and Patriotism:**

The Constitution values love for the country.

## **6. Local Government:**

Supports local decision-making for better governance.

## **7. International Relations:**

Guides foreign policy, promoting peace, cooperation, and following international laws.

## **8. Independent Judiciary:**

The Constitution establishes a free and fair legal system to protect citizens' rights.

## **9. Economic Policy:**

The constitution promotes fair economic policies that help everyone, reduce poverty, and share resources equally.

## **10. Language and Culture:**

The constitution values and protects the different languages and cultures of Bangladesh, especially the Bengali language.

## **11. Women's Rights:**

The constitution supports equality for women, making sure they have the same opportunities as men in all aspects of life.

## **12. Environment and nature:**

The constitution cares about protecting nature and wants to use resources in a way that keeps the environment healthy for the future.

## **13. Education Policy:**

The constitution believes that good education is important for everyone and wants to make sure everyone has access to quality education.

## **14. Social Welfare:**

The constitution encourages programs to help people who need support.

## **15. Democratic Governance:**

The constitution says that the government should be fair and balanced, with different parts (like the president, lawmakers, and judges).

## 16. Human Rights:

The constitution protects the rights of every person, making sure nobody is treated badly or unfairly.

## 17. Foreign Aid and Cooperation:

The constitution supports working with other countries and accepting help to make Bangladesh better, addressing problems together and building good relationships.

সংবিধানের আলোকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নীতি:

গণতন্ত্র ও আইনের শাসন:

সংবিধানে বলা হয়েছে ক্ষমতা জনগণের, বাংলাদেশকে সংসদীয় গণতন্ত্রে পরিণত করেছে।

মৌলিক অধিকার:

নাগরিকদের সমতা, বাক স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার মতো অধিকার রয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষতা:

মূলত ধর্মনিরপেক্ষ, পরে সংশোধনীগুলো ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

সামাজিক ন্যায়বিচার এবং অর্থনৈতিক অধিকার:

সংবিধান ন্যায্য আচরণ, শ্রমিকদের অধিকার, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে যত্নশীল।

জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেম:

সংবিধান স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ওপর জোর দিয়ে দেশের প্রতি ভালোবাসাকে মূল্যায়ন করে।

স্থানীয় সরকার:

উন্নত শাসনের জন্য স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সমর্থন করে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক:

বিদেশী নীতি, শান্তি প্রচার, সহযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুসরণ করে।

স্বাধীন বিচার বিভাগ:

নাগরিকদের অধিকার রক্ষার জন্য সংবিধান একটি অবাধ ও ন্যায্য আইনি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে।

অর্থনৈতিক নীতি:

সংবিধান ন্যায্য অর্থনৈতিক নীতি প্রচার করে যা সবাইকে সাহায্য করে, দারিদ্র্য হ্রাস করে এবং সম্পদ সমানভাবে ভাগ করে।

ভাষা ও সংস্কৃতি:

সংবিধান বাংলাদেশের বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি, বিশেষ করে বাংলা ভাষাকে মূল্যায়ন করে এবং রক্ষা করে।

নারী অধিকার:

সংবিধান নারীদের জন্য সমতা সমর্থন করে, নিশ্চিত করে যে তারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে পুরুষদের মতো সমান সুযোগ পাবে।

পরিবেশ ও সংরক্ষণ:

সংবিধান প্রকৃতি রক্ষার বিষয়ে যত্নশীল এবং ভবিষ্যতের জন্য পরিবেশকে সুস্থ রাখার উপায়ে সম্পদ ব্যবহার করতে চায়।

শিক্ষানীতি:

সংবিধান বিশ্বাস করে যে সুশিক্ষা প্রত্যেকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রত্যেকের মানসম্মত শিক্ষার অ্যাক্সেস নিশ্চিত করতে চায়।

সমাজ কল্যাণ:

যাদের সমর্থন প্রয়োজন তাদের সাহায্য করার জন্য সংবিধান প্রোগ্রামগুলিকে উৎসাহিত করে।

গণতান্ত্রিক শাসন:

সংবিধান বলে যে সরকারকে ন্যায্য এবং ভারসাম্যপূর্ণ হতে হবে, বিভিন্ন অংশের সাথে (যেমন রাষ্ট্রপতি, আইন প্রণেতা এবং বিচারকরা) জিনিসগুলি ন্যায্যসঙ্গত হয় তা নিশ্চিত করার জন্য একসাথে কাজ করা উচিত।

মানবাধিকার:

সংবিধান প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করে, নিশ্চিত করে যে কারো সাথে খারাপ বা অন্যায় আচরণ করা হয় না।

বৈদেশিক সাহায্য এবং সহযোগিতা:

সংবিধান অন্যান্য দেশের সাথে কাজ করা এবং বাংলাদেশকে আরও উন্নত করতে সাহায্য গ্রহণকে সমর্থন করে, একসাথে সমস্যাগুলি মোকাবেলা করা এবং সুসম্পর্ক গড়ে তোলা।

অ-বৈষম্য:

সংবিধান সকলের সাথে সমান আচরণে বিশ্বাস করে, তাদের ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ বা জাতি নির্বিশেষে।

## **Contribution of Nawab Abdul Latif in the rise of Muslim education:**

1. Nawab Abdul Latif understood that the Bengal Muslims were falling behind in modern education for their prejudices. Therefore he was determined to remove these prejudices.
2. He worked to enable the Muslims to share the benefits of the new system of the British Government.
3. He wanted to avoid any conflict with the British government to develop the modern education among the Muslims.
4. He established Mohammedan Literary Society in Calcutta in 1863 to enlighten the Muslims in modern education and modern scholarship.
5. For his efforts Hindu College was turned into Presidency College and made open for all in 1854.

6. He advanced the cause of Muslim education. At the same time he took an active part in the contemporary Muslim politics.

মুসলিম শিক্ষার উত্থানে নবাব আব্দুল লতিফের অবদানঃ

1. নবাব আব্দুল লতিফ বুঝতে পেরেছিলেন যে বাংলার মুসলমানরা তাদের কুসংস্কারের জন্য আধুনিক শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ছে। তাই তিনি এই কুসংস্কার দূর করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।
2. তিনি ব্রিটিশ সরকারের নতুন ব্যবস্থার সুবিধা মুসলমানদের ভাগ করে নিতে সক্ষম করার জন্য কাজ করেছিলেন।
3. তিনি মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার বিকাশ ঘটাতে ব্রিটিশ সরকারের সাথে কোনো সংঘর্ষ এড়াতে চেয়েছিলেন।
4. আধুনিক শিক্ষা ও আধুনিক বৃত্তিতে মুসলমানদের আলোকিত করার জন্য তিনি 1863 সালে কলকাতায় মোহাম্মেডান সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।
5. তাঁর অদম্য প্রচেষ্টার জন্য হিন্দু কলেজটিকে প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত করা হয় এবং 1854 সালে সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়।
6. তিনি মুসলিম শিক্ষার প্রসার ঘটান। একই সাথে তিনি সমসাময়িক মুসলিম রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নেন।

### **Contributions of Syed Amir Ali in the rise of Muslim Education:**

1. At the age of seventeen syed ameer ali assisted to translate the work of “maulana Karamat Ali”(urdu) into English.
2. After getting a scholarship from Britain, syed ameer ali involved in numerous political and social reform activities related to the problems of indian Muslims.
3. He also lectured publicly on Indian Muslim problems, and published the first edition of his famous work, “the spirit of Islam”.
4. Ameer Ali founded the National Mahommedan Association in 1877.
5. Syed ameer ali was the initiator of the political awakening of Indian Muslims at a time in the 1880s.
6. He also tried to make a reformation in women education.
7. He made a strong stance against the misinformed and prejudiced western criticism of Islamic History and society in 1870s.

মুসলিম শিক্ষার উত্থানে সৈয়দ আমীর আলীর অবদানঃ

1. সতের বছর বয়সে সৈয়দ আমীর আলী "মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী" (উর্দু) এর কাজটি ইংরেজিতে অনুবাদ করতে সহায়তা করেছিলেন।
2. ব্রিটেন থেকে বৃত্তি পাওয়ার পর, সৈয়দ আমীর আলী ভারতীয় মুসলমানদের সমস্যা, ব্রিটেনে নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত অসংখ্য রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন।
3. তিনি ভারতীয় মুসলিম সমস্যা নিয়েও প্রকাশ্যে বক্তৃতা দেন এবং তাঁর বিখ্যাত রচনা "ইসলামের আত্মা"-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন।
4. আমীর আলী 1877 সালে ন্যাশনাল মহম্মেডান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন, যা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে শাখাগুলির অধিভুক্তির পরে, তিনি কেন্দ্রীয় জাতীয় মহম্মেডান অ্যাসোসিয়েশনের নামকরণ করেন।

5. সৈয়দ আমীর আলী 1880-এর দশকে ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক জাগরণের সূচনাকারী ছিলেন, যখন স্যার সৈয়দ আহমেদ খান তা করতে অস্বীকার করেছিলেন।
6. তিনি নারী শিক্ষার সংস্কারেরও চেষ্টা করেছিলেন।
7. তিনি 1870-এর দশকে ইসলামের ইতিহাস ও সমাজের ভুল তথ্য ও কুসংস্কারপূর্ণ পশ্চিমা সমালোচনার বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নেন।

## Historical significance of 7th march speech of bangabondhu

The 7th March speech, delivered by Sheikh Mujibur Rahman, the founding leader of Bangladesh, is a great moment in the history of the country and played a crucial role in the lead-up to the Bangladesh Liberation War in 1971. The speech is often referred to as the "Declaration of Independence" and holds historical significance for several reasons:

### Call for Independence:

Sheikh Mujib talked about the unfair treatment of Bengalis in East Pakistan. He declared that East Pakistan should be independent from West Pakistan.

### Inspiration of unity:

The speech inspired and brought together the Bengali people. It made them determined to fight for their rights and independence.

### Symbol of Resistance:

The speech became a symbol of Bengali resistance against the oppressive rule of West Pakistan. It marked a moment when Bengalis openly resist the unfair treatment.

### Preparation for Liberation War:

After the speech, the Pakistani military tried to stop the independence movement. This led to widespread suffering and strengthened the demand for independence.

## International Credits:

The speech gained attention globally and support for Bengali independence.

বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া ৭ই মার্চের ভাষণটি দেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভাষণটি প্রায়ই উল্লেখ করা হয়। "স্বাধীনতার ঘোষণা" হিসাবে এবং বিভিন্ন কারণে অত্যন্ত ঐতিহাসিক তাৎপর্য ধারণ করে:

স্বাধীনতার ডাক:

শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের প্রতি অন্যায় আচরণের কথা বলেছিলেন।

তিনি ঘোষণা করেন যে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হতে হবে।

জনসাধারণের সংহতি:

ভাষণটি বাঙালিকে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং একত্রিত করেছিল।

এটি তাদের অধিকার ও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তোলে।

প্রতিরোধের প্রতীক:

ভাষণটি পশ্চিম পাকিস্তানের অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে ওঠে।

এটি এমন একটি মুহূর্ত চিহ্নিত করে যখন বাঙালিরা প্রকাশ্যে অন্যায় আচরণের বিরোধিতা করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি:

ভাষণের পর পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী স্বাধীনতা আন্দোলনকে থামানোর চেষ্টা করে।

এটি ব্যাপক দুর্ভোগের দিকে পরিচালিত করে এবং স্বাধীনতার দাবিকে শক্তিশালী করে।

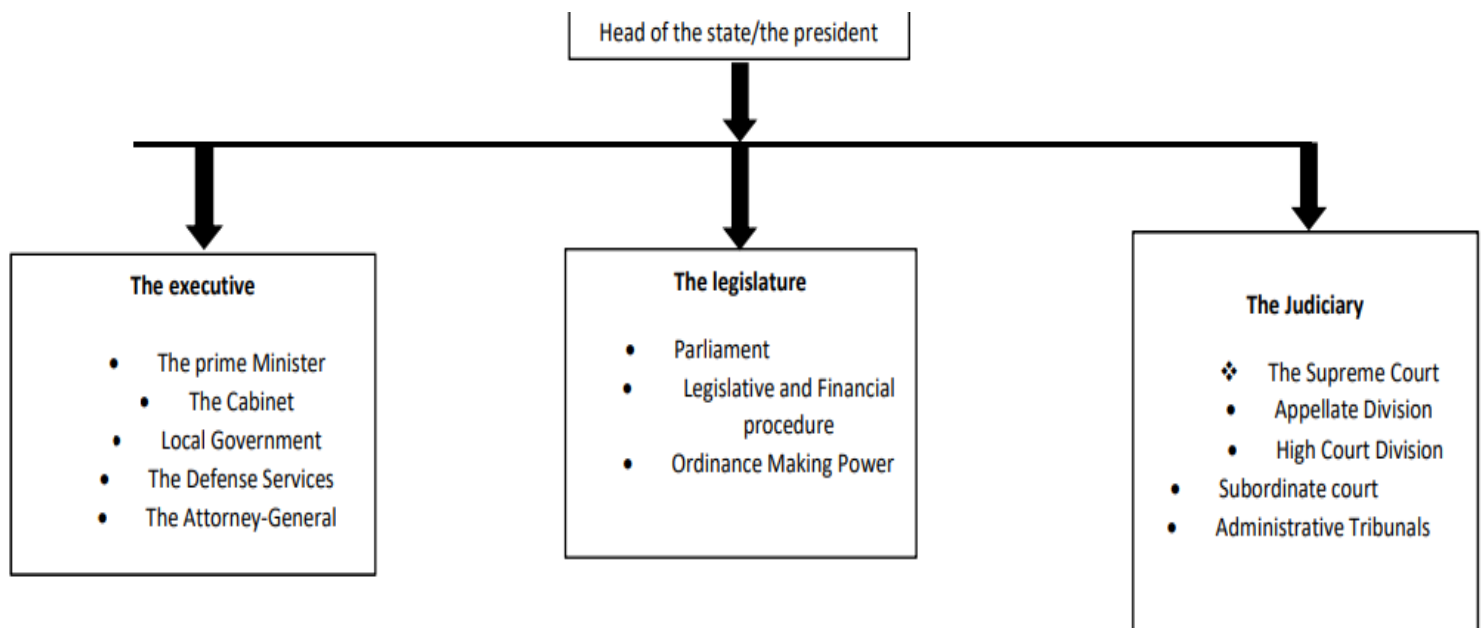
পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে রূপ নেয়।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি:

ভাষণটি বিশ্বব্যাপী মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং বাঙালির স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন লাভ করে।

এটি বিশ্ব জনমতকে প্রভাবিত করেছিল এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিক সাহায্যের দিকে পরিচালিত করেছিল।





### Problems with administration in Bangladesh:

1. Corruption.
2. Distribution of power.
3. Institutional weakness .
4. Nepotism
5. Politicization
6. Improper of the rule of Law
7. Improper use of resources
8. Poor decision making and planning
9. Shortage of trained personnel
10. Lack of transparency
11. Lack of accountability

বাংলাদেশে প্রশাসনের সমস্যা:

1. দুর্নীতি।
2. ক্ষমতা বন্টন.
3. প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা।
4. স্বজনপ্রীতি
5. রাজনীতিকরণ

6. আইনের শাসন অনুপযুক্ত
7. সম্পদের অনুপযুক্ত ব্যবহার
8. দুর্বল সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পরিকল্পনা
9. প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব
10. স্বচ্ছতার অভাব
11. জবাবদিহিতার অভাব

## **Importance/Significance Language Movement:**

By the Language Movement, we got an independent country 'Bangladesh'. Its Significance are given bellow,

The Language movement can surely be marked as the pioneer of liberation war. It was a remarkable chapter in the history of East Pakistani people.

The people of East Pakistan learned a harsh lesson that to achieve national goals life must be sacrificed.

Almost all the people of East Pakistan worked in unity against the oppressive decision of the Central government.

Very notably students were always in the leadership of the movement. This indicates to the purity of the student politics that existed at that time.

According to the historians, if there were no language movement there would have been no liberation war hence no independence.

ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব/তাৎপর্য:

ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন দেশ 'বাংলাদেশ'। এর তাৎপর্য নিচে দেওয়া হল,

ভাষা আন্দোলন অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধের পথিকৃৎ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। এটি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ একটি কঠোর পাঠ শিখেছিল যে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য জীবন বিসর্জন দিতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের অত্যাচারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সকল জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করেছিল।

খুব উল্লেখযোগ্যভাবে ছাত্ররা সর্বদা আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল। এটা সেই সময়ে ছাত্র রাজনীতির বিশুদ্ধতার ইঙ্গিত দেয়।

ইতিহাসবিদদের মতে, ভাষা আন্দোলন না হলে মুক্তিযুদ্ধ হতো না, তাই স্বাধীনতা হতো না।